ভোরের কাগজ

APR. 04 2002

তারিখ ... ...
পৃষ্ঠা ... ... কলাম ... ...

মৃত্যুর আগে শিহাব বলেছিল-আমাকে

● প্রথম পাতার পর

স্বল্প শক্তি দিয়ে যতোটুকু পারে বাধা দেয়। এ সময় কিছুটা ধস্তাধস্তিও হয়। অপহরণকারীদের আশঙ্কা ছিল শিহাব ছুটে বেরিয়ে গেলে তাদের বিপদ হবে। কেননা সে জেনে গেছে তাদের পরিকল্পনার কথা। এ অবস্থায় রাজুর ইশারায় লিটন ধাক্কা দিয়ে শিহাবকে মাটিতে ফেলে দেয়। নাসিম শিহাবের পেটের ওপর উঠে বসে। অন্যরা শিহাবের হাত-পা ধরে। ফলে শিহাবের নড়াচড়া বন্ধ হয়ে যায়। সে চিৎকার করার চেষ্টা করে। কিন্তু রাজু এসে দ্রুত দুহাত দিয়ে শিহাবের গলা চেপে ধরে। শিহাব বাঁচার জন্য শেষ আকুতি জানিয়ে রাজুর কাছে প্রাণ ভিক্ষা চেয়ে বলে, 'রাজু ভাই তোমাদের কথা কাউকে বলবো না। আমাকে ছেড়ে দাও'। কিন্তু রাজুর সাঁড়াশির মতো হাতের চাপের কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে সে নিস্তেজ হয়ে পড়ে। এরপর রাজুর নেতৃত্বে মৃতদেহকে কসাইয়ের মতো নিখুঁতভাবে ১০ টুকরো করা হয়। ফেলে দেওয়া হয় ৪ জায়গায়। ৫৩ দিন পর গত সোমবার এই টুকরোগুলো গোয়েন্দা পুলিশ গলিত অবস্থায় উদ্ধার করে। গ্রেপ্তার করেছে ৬ জনকে। এদের ৪ জন এখন রিমান্ডে আছে। রিমান্ডে থাকা লিটন, সাইদ এবং রাশেদ পুলিশের কাছে ঘটনার ঐ সব অভিন্ন বর্ণনা দিয়েছে। পুলিশ তাদের বক্তব্য ১৬৪ ধারায় রেকর্ড করার জন্য আদালতে পাঠানোর ব্যাপারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিচ্ছে। গোয়েন্দা পুলিশ বলেছে, এদের প্রত্যেকের বক্তব্য ১৬৪ ধারায় রেকর্ড করার ব্যবস্থা নেওয়া হবে। একদিন একদিন করে পাঠিয়ে অথবা এক সঙ্গে সকলকে পাঠিয়ে এই ব্যবস্থা নেওয়া হতে পারে।

এদিকে ৫৩ দিন পর গত সোমবার শিহাবের মৃতদেহের যে খণ্ডিত অংশ উদ্ধার করা হয় তা প্রায় গলে গেছে। এসব অংশের প্রায় প্রত্যেকটি শুধু হাড় ছাড়া আর কিছু নেই। নিখোঁজ হওয়ার দিন থেকে উদ্ধার না হওয়া পর্যন্ত শিহাবের আত্মীয়স্বজনের ধারণা ছিল শিহাব বেঁচে আছে। কিন্তু খণ্ডিত মৃতদেহ উদ্ধারের পর শুধু শিহাবের পরিবারের পাশাপাশি প্রতিটি মানুষ শোকে বিধ্বস্ত হয়ে গেছে। গত সোমবার খণ্ডিত অংশগুলো উদ্ধারের পরের দিন মঙ্গলবার ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ময়নাতদন্ত হয়। গতকাল বুধবার এই অংশগুলোকে একত্রিত করে সাদা কাফনের কাপড়ে মুড়িয়ে বায়তুল মোকাররম মসজিদে নেওয়া হয়। আসরের পর শিহাবের দেহের এই খণ্ডিত অংশগুলোকে সামনে রেখে জানাজা হয়। জানাজার পর পরই গ্রামের বাড়ি বাগেরহাটে নিয়ে দাফনের কথা থাকলেও শিহাবের বাবা হঠাৎ করে অসুস্থ হয়ে পড়ায় তা বাতিল করা হয়। অসুস্থ অবস্থায় শিহাবের বাবাকে নিয়ে যাওয়া হয় তাদের সবুজবাগ এলাকার বাসায়। একই সঙ্গে সেই বাসায় নেওয়া হয় খণ্ডিত অংশ। গতকাল সন্ধ্যার পর ঐ বাসায় যোগাযোগ করা হলে শিহাবের এক আত্মীয় বলেন, রাতেই বাগেরহাটে নিয়ে যাওয়া হবে এবং সেখানেই পারিবারিক গোরস্থানে দাফন করা হবে।

শিহাবের ঐ আত্মীয় বলেন, গতকালও দিনভর হাজার হাজার মানুষ এই বাসায় এসে শোকসন্তপ্ত পরিবারকে সান্ত্বনা দেন। কিন্তু কারো কোনো কথাই শিহাবের বাবা-মা, ভাই-বোনদের মনে এতোটুকু প্রলেপ দিতে পারেনি। তারা প্রত্যেকেই এখন অসুস্থ। কারো সঙ্গে কোনো কথা বলছেন না। ডাক্তার বলেছেন, শিহাবের বাবা এবং মা এতোটাই অসুস্থ হয়ে পড়েছেন যে কিছুক্ষণ পর পরই তারা জ্ঞান হারিয়ে ফেলছেন। তাদের একটাই বক্তব্যে হত্যার পর এই নৃশংসতা কেন। লাশ নিয়ে এসে টাকা চাইলেই তো পারতো।

গতকালও শিহাবের স্কুল সহপাঠীরা রাজধানীতে বিক্ষোভ মিছিল বের করেছিল। তারা শিহাব হত্যাকারীদের গ্রেপ্তার, হত্যাকারীদের উপযুক্ত শাস্তির দাবি জানিয়ে স্লোগান দেয়। তাদের এই মিছিল আর স্লোগানের সঙ্গে এলাকার অনেক কিশোর-তরুণ স্বেচ্ছায় অংশগ্রহণ করে। রাজপথ দিয়ে তাদের মিছিল-স্লোগান চলার সময় অধিকাংশ পথচারী, যানবাহন চালক বিরক্ত না হয়ে এবং সরে গিয়ে তাদের চলাচলে সুবিধা করে দেয়। কিন্তু প্রেসক্লাবমুখী এই মিছিলটি পল্টন মোড়ে এলে পুলিশ বাধা দেয়। পরে মিছিলকারীরা ফিরে যায়।

চাঞ্চল্যকর এই হত্যাকাণ্ডের ঘটনায় জড়িত অভিযোগে গ্রেপ্তারকৃত ৪ জনের ৭ দিনের রিমান্ডের গতকাল প্রথম দিন অতিবাহিত হয়। পুলিশ গতকাল পর্যন্ত প্রধান আসামি রাজুকে গ্রেপ্তার করতে পারেনি। তাকে গ্রেপ্তারের জন্য গোয়েন্দা পুলিশের ২টি টিম সার্বক্ষণিক কাজ করছে বলে গোয়েন্দা পুলিশ সূত্র জানায়।